তারিখ ... 24 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ২ ...

সমকাল

আলোকিত মানুষ হওয়ার শিক্ষা

জন্মেজয় দে

উন্নয়ন ও প্রগতির পথে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপক গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা রবি ঠাকুরের মন টানতে ব্যর্থ হয়েছিল। প্রকৃতি ও জীবনের সঙ্গে সংযোগবিহীন জ্ঞানচর্চার বাঁধাধরা পথে হাঁটা তার পোষায়নি। তার মতো আরও অনেকে আছেন, যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পথ না মাড়িয়েও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চ অবস্থানে যেতে পেরেছেন। এর অন্যতম কারণ, তারা প্রকৃতি ও মানুষের কাছ থেকে জীবনমুখী শিক্ষা লাভ করেছেন। কবিগুরু শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষাক্রম ও পাঠদান চালু করেন। তার অনেক লেখাতেও তিনি প্রথাগত শিক্ষার নানা দুর্বলতা তুলে ধরেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে লেখালেখি, সমালোচনা কিন্তু এখনও থেমে নেই। এ সময়ে আমরা আইভান ইলিচের মতো কিছু মানুষকে বলতে শুনি, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মানুষকে তার আশপাশের জগৎ ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। বাংলাদেশে বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ প্রশ্নটি বারংবার বিভিন্নভাবে আলোচনায় উঠে আসছে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বলতে গেলে এর প্রায় সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা আছে। এ শিক্ষা যদি সঠিকভাবে পরিকল্পিত হয় ও তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় তাহলে ভালো ফল আশা করা যায়। প্রথমত, আমরা চাই চিন্তন, যোগাযোগ, সামাজিক ইত্যাদি দক্ষতা লাভ করতে। এর পর আমরা মানুষের মাঝে কিছু নৈতিক মূল্যবোধ আশা করি। সর্বোপরি মানবিক বোধসম্পন্ন আলোকিত মানুষ হয়ে উঠতে চাই। এত কিছু অর্জন করা মুখের কথা নয়। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে এতটা আশা করা যায় না। উন্মুক্ত শিক্ষা আমাদের মাঝে মানুষ, সমাজ, প্রকৃতি, দেশ তথা বিশ্ব-সংসারের সঙ্গে আত্মিক বোধের জন্ম দেয় এবং জীবনের কিছু ব্যাপক অর্থ আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। সুতরাং সুন্দর একটি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি

উন্মুক্ত শিক্ষার পরিবেশও থাকা আবশ্যক।

আমরা দেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দিকে একটু নজর দিই। বর্তমানে দেশে কয়েকটি শিক্ষাধারা প্রচলিত। এর অনেকটার শিক্ষাক্রম ও পাঠদানের ওপর রাষ্ট্রের তেমন নিয়ন্ত্রণ বা নজরদারি নেই। এর পর যে প্রশ্নটি ঘুরেফিরে আসছে তা হলো, সার্বিকভাবে আমাদের শিক্ষা কতটা মানসম্মত এবং এর থেকে আমরা প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন করতে পারছি কি-না? এর অন্যতম কারণ বোধ হয় শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার ওপর অধিক জোর আরোপের প্রবণতা। প্রাথমিক স্তর থেকেই পাবলিক পরীক্ষার মুখোমুখি করার ফলে বিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চা হয়ে গেছে নীরস। শিশুদেরকে গাইড বইয়ের বোঝা নিয়ে দিনের একটা বড় সময় কাটাতে হচ্ছে কোচিং সেন্টার বা প্রাইভেট টিউটরের কাছে। ফলে স্বাভাবিক শিখন প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে এবং নৈতিক, মানবিক মূল্যবোধ ও সামজিক গুণাবলির মতো বিষয় ঠিকভাবে চর্চা হতে পারছে না।

আমরা মাঠ-ময়দান, পার্ক, পাড়া, বিনোদন কেন্দ্র প্রভৃতি স্থানে মানুষের সঙ্গে মিশে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় অনেক কিছু শিখতে পারি। সমাজে সুস্থ বিনোদন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং মেলামেশার সুযোগ থাকলে শিশু-তরুণদের বিকাশের পথ সুগম হয়। এবং শিশু ও তরুণরা নিজেদের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করে নিজেদেরকে এগুলোর অংশ ভাবতে শুরু করে। আমরা কি আমাদের শিশু ও তরুণদের এসব কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার উৎসাহ ও পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে পারছি?

আমাদের শিশুদেরকে স্বাভাবিক উপায়ে বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হলে পরবর্তীকালে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। আমাদের শিশু-তরুণরা একটি সুন্দর শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আলোকিত মানুষ হয়ে উঠুক– এটাই প্রত্যাশা হওয়া উচিত। উচ্চকণ্ঠে এ প্রত্যাশা ধ্বনিত হোক, আর তা যেন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কাণ্ডারিদের কানে পৌঁছে।

শিক্ষা উন্নয়ন ও গবেষণাকর্মী